প্রথম আলো

তারিখ 29 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

সংসদে ইউজিসির প্রতিবেদন পেশ

আত্মহত্যা এবং যৌন নিপীড়ন উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে

শরিফুজ্জামান পিন্টু ●

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন ব্যবস্থায় আরও স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার সুপারিশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। একই সঙ্গে কমিশন এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ, মেধাভিত্তিক ও বিধিসম্মত করার পরামর্শ দিয়েছে।

জাতীয় সংসদে পেশ করা ৩৪তম বার্ষিক প্রতিবেদনে ইউজিসি এ কথা বলেছে। এতে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আত্মহত্যার প্রবণতা থেকে শিক্ষার্থীদের ফেরানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে কমিশন। কমিশন সূত্র বলেছে, আত্মহত্যা ও যৌন নিপীড়নসংক্রান্ত বিষয় এই প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এ দুটি বিষয় উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

গতকাল বুধবার ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এতে ইউজিসিকে আইনগতভাবে অর্থবহ, যুগোপযোগী ও কার্যকর সংস্থায় পরিণত করতে কমিশন আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা প্রয়োজন বলে প্রস্তাব করা হয়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নাম পরিবর্তন করে উচ্চশিক্ষা কমিশন এবং এই কমিশনকে পূর্ণ স্বাধীন সংস্থায় রূপান্তরের সুপারিশ করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

যৌন নিপীড়ন উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জানা যায়, গত এক বছরের মধ্যে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার বিচার চেয়ে ছাত্র আন্দোলন, তদন্ত কমিটি গঠন এমনকি আদালতে মামলা পর্যন্ত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে এ লক্ষ্যে গত বছরের ২৭ জুলাই ১১ সদস্যের একটি জাতীয় কমিটিও গঠিত হয়েছে। ওই কমিটি যৌন নিপীড়নবিরোধী একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

ইউজিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, বিগত বছরগুলোতে দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের যৌন নিপীড়নের বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি উদ্বেগজনক ও উৎকণ্ঠার বলে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, এসব ঘটনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক ও সাবলীল গতিকে ব্যাহত করছে এবং ক্রমশ তা সমগ্র জাতিকে বিশ্ব বিবেকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

গত বছরের ২৪ এপ্রিল শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে অপহরণ করে নির্যাতন করা হয়। গত বছরের ৪ মে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহযোগী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে চারজন ছাত্রীকে নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগ ওঠে এবং ওই ঘটনার বিচার দাবিতে সেখানে ছাত্র আন্দোলন হয়। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠলে তাঁর বিচারের দাবিতে শিক্ষার্থীরা গত বছরের মে মাসজুড়ে আন্দোলন করে। এই তিনটি ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়নের বিচ্ছিন্ন অভিযোগ রয়েছে।

ইউজিসির প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এতে আরও বলা হয়, এ বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর, বেদনাদায়ক ও উৎকণ্ঠার। এর সুপারিশে বলা হয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আত্মহত্যার প্রবণতা থেকে শিক্ষার্থীকে ফেরাতে কাউন্সেলিং কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাউন্সেলর ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছে ইউজিসি। সর্বোপরি প্রতিবেদনে আত্মহত্যার আর্থ-সামাজিক অবস্থা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত দুই বছরের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছন্দা রানী, পাপড়িসহ অন্তত ছয়জন ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। রাজধানীর ইডেন কলেজসহ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাঝেমধ্যে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।

ইউজিসির প্রতিবেদনে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জড়িত হওয়ার অভিযোগও উল্লেখ করা হয়। বলা হয়েছে, এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া এর জবাবদিহিতাও থাকা উচিত। প্রয়োজনে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা অনুসরণের বিষয়টি নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।